রিসালাতুত তাওয়াজুহ বিমা তাআল্লাক্কা বিত তাশাবুহ

লিখক

হাকিমুল উম্মাহ আশরাফ আলী আত-থানভী রহিমাহুল্লাহ

তরজুমা

মুহাম্মাদ আবদুল মাবুদ

হামদ,সলাত এবং দুআর পর।

হে আল্লাহ আমাদের হক্বকে হক্ব হিসেবে দেখাও এবং তা অনুসরণের তাওফিক দাও।

এবং বাতিলকে বাতিল হিসেবে দেখাও এবং তা থেকে বিরত থাকার তাওফিক দাও।

আরজ করছি যে,

মুতাশাবিহ নস এর সংজ্ঞা হল

'যার উদ্দিষ্ট অর্থ আল্লাহ তাআলা ব্যতীত(কিছু কিছু আলিমের নিকট আল্লাহ তাআলা এবং রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম ব্যতীত) কারো নিকট অকাট্যভাবে জানা নাই'

যার উদ্দিষ্ট অর্থ 'কিনায়াহ' কিংবা 'মাজায' এর উপর ভিত্তি করে জানা যায় সেটি মুতাশাবিহ নয় যদিও সেটির হাকিকী মা'না গ্রহণ করা অসম্ভব হোক না কেন।

এই মুতাশাবিহ দু প্রকার।

একটি হল যার 'লুগাবী মাদলুল'ই কারো নিকট জানা থাকে না।যেমনঃ 'মুকাত্তাআত'

আরেকটি হল যার 'লুগাবী মাদলুল' জানা থাকে কিন্তু কোন আকলী বা নকলী দলিলের বিরোধীতা আবশ্যক হয়ে যাওয়ার কারণে সেটি(লুগাবী মাদলুল) উদ্দিষ্ট অর্থ হিসেবে গ্রহণ করা যায় না।

এই শেষ প্রকারটি দু প্রকার।

একটি হল এসব একাধিক অর্থ থেকে কোন একটিকে কোন দলিলের ভিত্তিতে তারজীহ বা প্রাধান্য দেওয়া হয়নি।

আরেকটি হল সেগুলো থেকে কোন একটিকে তারজীহ বা প্রাধান্য দেওয়া হয়েছে চাই সেটি 'ক্বতয়ী' বা অকাট্য দলিল দ্বারা হোক কিংবা 'যন্নী'বা প্রবল শক্তিশালী দলিল দ্বারা হোক।

এটি গেল 'আক্বসাম' বা প্রকরণের বর্ণনা।

এবার এদের 'আহকাম' তথা বিধানাবলীর বর্ণনা করছি।

'মুকাত্তাআত' এর মধ্যে সবার মাজহাব হল 'তাফবীয' ওয়াজিব।

শ্রবণ,দর্শন,কথন ইত্যাদির মধ্যে সবার নিকট তাফসীর বৈধ তবে এই শর্ত যুক্ত করতে হবে

'আমাদের শ্রবণের মত নয়,আমাদের দর্শনের মত নয়, আমাদের কথনের মত নয়'

একাধিক অর্থবিশিষ্টের ক্ষেত্রে যদি কোন অর্থকে তারজীহ দেওয়া না হয়ে থাকে চাই কোন ক্বতয়ী দলিলের ভিত্তিতে হোক কিংবা যন্নী দলিলের ভিত্তিতে তবে সেখানেও 'সুকূত' ওয়াজিব।এর কোন উদাহরণ যেহেনে আসছে না তারপরেও সুস্পষ্ট হওয়ার জন্য একটি ফিকহী নমুনা লিখে দিচ্ছি।যেমনঃ ইমাম সাহেব একারণে বলেছেন 'আমি জানিনা 'দাহর' কি।'

যদি কোন একটি অর্থকে তারজীহ দেওয়া হয় আর সেটি মানসূস শব্দ দ্বারাই বর্ণনা করা হয় তাহলেতো কোন ইখতিলাফই নাই যেমনঃইস্তিওয়া এর ক্ষেত্রে যখন সেটি অনুবাদ করা হবে না এবং এই শব্দ থেকে ইশতিক্বাকও করা হবে না।অবশ্য অসম্ভব(অগ্রহণযোগ্য) অর্থের দিকে স্বাভাবিকভাবে ভাবনা চলে না যাওয়ার জন্য সতর্কতাস্বরুপ এই শর্ত বৃদ্ধি করে দেওয়া 'তার শান অনুযায়ী ইস্তিওয়া' যেমনটি জমহুর মুফাসসিরীনদের রীতি।

আর ইমামদের উক্তির উদ্দেশ্যই এটাই।

'ইস্তিওয়া জ্ঞাত,ধরণ অজ্ঞাত,এটাতে ঈমান রাখা ওয়াজিব,এব্যাপারে প্রশ্ন করা বিদআত'

যদি গায়রে মানসূস শব্দ দ্বারা তাফসীর করা হয় তবে সেখানে মাসলাক দুটি।

একটি হল সালাফের,

'সেটিকে হাকিকী অর্থেই নিতে হবে চাই সে হাকিকী অর্থের নির্বাচন ক্বতয়ী দলিল দ্বারা হোক কিংবা যন্নী দলিল দ্বারা'

যেমন কেউ তার(ইস্তিওয়ার) তাফসীর ইস্তিকরার দ্বারা, কেউ উলু দ্বারা, কেউ ইস্তিলা' দ্বারা, কেউ ইক্ববাল দ্বারা করেছে।

এসবই হাকিকী,লুগাবী অর্থ।

যেমনটি বিভিন্ন অভিধানের বই এবং তাফসীরে তাবারী থেকে সুস্পষ্ট 'অতঃপর আকাশের দিকে ইস্তিওয়া করলেন' এই আয়াতের ব্যাখ্যায়।

এসবই সালাফের মাসলাকের অন্তর্ভুক্ত যদিও এই অর্থ নেওয়া অকাট্য নয় বরং যন্নী।

কিন্তু প্রত্যেক মতেই উদ্দেশ্য লুগাবী,হাকিকী অর্থ।

এটিই সালাফের মাসলাকের সারাংশ।

এসবের তাফসীরের ক্ষেত্রে হুকুম হল 'শ্রবণ' এবং 'দর্শন' এর তাফসীরের মতই।

অর্থাৎ সবক্ষেত্রেই এই শর্ত যুক্ত করা ওয়াজিব এমন ইস্তিকরার নয় যেটি বস্তুকে আবশ্যক করে,এমন উলু নয় যেটি জিহাতকে তাকাজা করে,এমন ইস্তিলা নয় যেটির পূর্বে 'অক্ষমতা' রয়েছে।এমন ইক্ববাল নয় যেটির পূর্বে 'পেছনে যাওয়া' রয়েছে।

এসব হাকিকী লুগাবী অর্থসমূহ সালাফের মাসলাকে অন্তর্ভুক্ত হওয়ার দলীল হল কুরআনের প্রচার একটি সাধারণ আদেশকৃত বিষয়।

এটা সুস্পষ্ট যে অনারবীকে অনুবাদ ব্যতীত তাবলীগ করা সম্ভব না।এখন অনুবাদ মূল শব্দের স্থলাভিষিক্ত না হলে এই অংশগুলো তাবলীগ করা সম্ভব হবে না।অথচ সেটিই মূল মাসলাক।

তাই অনুবাদকে মূল শব্দের স্থলাভিষিক্ত বলা আবশ্যক।

তাই ইস্তিওয়ার যখন অনুবাদ হবে তখন ঐ লুগাবী হাকিকী অর্থসমূহ থেকেই কোন একটির অনুবাদ হবে।

সুতরাং ইস্তিওয়া(আমাদের ইস্তিওয়ার মত নয়) এর বদলে ঐসমস্ত অর্থসমূহ দ্বারা বর্ণনা করা সবার ঐক্যমতে সালাফের মাসলাক।

এভাবে অন্যান্য উল্লিখিত তাফসীরসমূহের বিধানও একই শর্তসাপেক্ষে। অবশ্য ইস্তিওয়া শব্দটিকেই অবিকৃত রাখা নিরাপদ এবং অধিক শক্তিশালী। কেননা প্রতিশব্দ সবগুলো একই হুকুমে হলেও।প্রতিশব্দের যে আবশ্যকীয় বৈশিষ্ট্য সেটি প্রতিশব্দের হুকুমে পড়ে না।কেননা হতে পারে সেটি সৃষ্টির ক্ষেত্রে প্রযোজ্য অনাদি(স্রষ্টা)র ক্ষেত্রে প্রযোজ্য নয়।

উদাহরণস্বরূপ 'ইতয়ান'(আসা) সাব্যস্ত হলেই 'হরকত'(নড়াচড়া) এর প্রয়োগ শুদ্ধ হবে না।

দ্বিতীয় মাসলাক হল 'খালাফ'(পরবর্তী)দের।

মূল মাসলাক তো সালাফেরই কিন্তু দূর্বল বোধশক্তিসম্পন্ন লোকের আয়ত্ত্বকরণ এবং খচখচানি নির্মূলের মাসলাহাতের কারণে 'মাজায'(রুপক) বা 'কিনায়াহ'(ইংগিতার্থক) ব্যাখ্যা করা হবে।

এরপর মাজায এবং কিনায়াহর বিভিন্ন পদ্ধতি হতে পারে।

এটি হল আলোচনার সারসংক্ষেপ।

এখন তিনটি 'তাম্বীহ'(সতর্কবার্তা)এর উপর এই আলোচনা শেষ করছি

একটি হল কিছু শব্দসমূহ 'মুতাশাবিহ' হওয়ার ব্যাপারে বিভিন্ন মতবিরোধ হয়েছে।

এ(মতবিরোধে)র উৎপত্তি বিভিন্ন কারণে যার মূল উৎস শরীয়াহ এবং আরবি ভাষার নিয়মকানুন।ইখতিলাফ হয়েছে রায় এবং ইজতিহাদের।

দ্বিতীয়টি হল উল্লেখিত তাফসীলে অন্যান্য কিছু মুতাশাবিহও ইস্তিওয়া এর হুকুমের অন্তর্ভুক্ত। এরপরেও খোদ সালাফ থেকেই বেশী বিধান কেন শুধু ইস্তিওয়ার ব্যাপারেই বর্ণিত হয়েছে?

এর কারণ আমার মতে ঐ যমানায় কোন কারণে বিদাতিরা এটার উপরেই বেশী সংশয় সৃষ্টি করেছে হয়ত।

তৃতীয় তাম্বীহ(সতর্কবার্তা) হল আজকাল কিছু লোক যাদের মধ্যে জাহেরীয়াত(বস্তবাদীতা) প্রাধান্য পেয়েছে মুতাশাবিহাতসমূহের তাফসীর যখন করে তখন ইজমাল(সংক্ষিপ্ত) এর স্তরে তো সালাফের মাসলাকে থাকে কিন্তু চারটি ভুল করে।

যন্নী(প্রবল ধারণা) তাফসীরকে ক্বতয়ী(অকাট্য)তাফসীর এর দাবীদার হয়ে বসে।

দ্বিতীয়টি হল যখন তাফসীল(বিস্তারিত) বলে তখন 'তাকাইয়ুফ'(কাইফিয়াতবিশিষ্ট হওয়া) এবং 'তাজসীম'(দেহবিশিষ্ট হওয়া)এর ধারণা সৃষ্টিকারী শিরোনাম ইখতিয়ার করে।

তৃতীয়টি হল 'তাবীল' এর মাসলাককে নিঃশর্তভাবে বাতিল বলে হাজার হাজার আহলে হক্বকে 'তাদলীল' করে(গোমরাহ বলে) অথচ আহলে হক্বের নিকট তাদের মাসলাকের শুদ্ধতার ভিত্তিও

হাদিসসমূহ এবং শরীয়াহর নিয়মকানুনও।

নিয়মকানুনের বর্ণনাতো এই লেখাতেই উল্লেখ করা হয়েছে আর হাদিসসমূহ 'তামহীদুল ফারশ' নামক রিসালায় উল্লেখ আছে।

চতুর্থ হল 'ইস্তিক্বরার' দ্বারা তাফসীর করাকে সালাফের মাসলাক বুঝে কিন্তু অন্যান্য আভিধানিক তাফসীরগুলোকে খালাফের তাবীল মনে করে অথচ সবগুলোই একই পর্যায়ের এটাতো উপরে সুস্পষ্ট হয়ে গেছে।

অবশ্য অন্যান্য গায়রে মুতাশাবিহ আয়াতের মধ্যে অধিকহারে 'ইস্তিকরার' এর অর্থে ব্যবহৃত হওয়া ইস্তিকরার এর তাফসীর এক প্রকারের প্রাধান্য পাওয়ার কারণ।

আর এখানেই কলম যথেষ্ট হওয়া,লেখা শেষ হওয়া উচিৎ।

আমরা পুনরায় দুআ করি হে আল্লাহ আমাদের হক্বকে হক্ব হিসেবে দেখাও এবং তার অনুসরণের তাওফিক দাও।আর বাতিলকে বাতিল হিসেবে দেখাও এবং তা থেকে বিরত থাকার তাওফিক দাও।

সাল্লাল্লাহু তাআলা আলা খায়রি খালকিহী মুহাম্মাদ ওয়া আলা আলিহী ওয়া সহবিহী আজমাঈন।